জোছনা রাতের কথোপকথন

এসো চাঁদ মাথায় চড়ো
বোসো চাঁদ আমার কাছে
বলো সে কোথায় আছে
বলো সে কেমন আছে।

জানি রোজ তারও ছাদে
উঁকি দাও শাঁখের ফুঁয়ে

সে যখন পড়তে বসে
যাও তার চিবুক ছুঁয়ে

সে নাকি ঘুমিয়ে পড়ে
ঘুমোবার সময় হলে!
নারকেল গাছের মাথা
আজগুবি গল্প বলে।

সে শোনে চুপটি করে
শোনে সব গাছগাছালি
তখনই মাথার ওপর
রাখে হাত চাঁদের ফালি।

ছেলেটা আর আসে না
শুনেছি তাদের পাড়ায়
সে নাকি পথ চলতে
হঠাৎই থমকে দাঁড়ায়।

দূর ছাই ওসব কথা
ওসবের গলায় দড়ি
এসো চাঁদ দুজন মিলে
আজেবাজে গল্প করি।

তারও মাঝে হতচ্ছাড়ি
এসে জানি মুখ বাড়াবে
আকাশে এলেই তুমি
ছাদে সে ঠিক দাঁড়াবে।

একে সে নিজেই পিছল
তাতে ছাদ শ্যাওলাধরা
তার ওপর চাঁদ দেখলেই
ভুলে যাবে নামতা পড়া।

ভুলে গেলে সব হারাবে
রূপকথা রং বাহারি
ছেলেটাও পথ ভুলে ঠিক
পৌঁছবে তাদের বাড়ি।

ও কে চাঁদ বারণ কোরো
আলোতে অসুখ করে
ওকে বোলো ঘরের ভিতর
যেন রোজ নামতা পড়ে।

নামতায় পদ্য ছাড়ে
মানে সব ভূত ছেড়ে যায়
গণিতে হাত পাকালে
দাঁতে খুব ধার বেড়ে যায়।

ও হে চাঁদ একটা কথা
এতদিন জানতো সে কি?
সে তোমায় যেমন দেখে
আমি ঠিক তেম্‌নি দেখি।

তাকে বোলো কেমন আছি
বোলো তার সময় হলে
পড়াশুনা নষ্ট না হয়
আমাদের গন্ডগোলে।

বোলো তাকে বৃষ্টি আসে
এখনও আমার বাড়ি
জানিও আগের মতন
এখনও ভিজতে পারি।

এখনও ভিজতে পারি
একা একা অন্ধকারে
ভিজে দুই চোখ বুজলেই
জমিতে ফসল বাড়ে।

বাদ দাও ওসব কথা
ফসলের গলায় দড়ি
এসো চাঁদ দুজন মিলে
ছাদে বসে গল্প করি।

মুক্তিপ্রকাশ রায়

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com